Review of Socio-economic Conditions of Bidi Workers in Bangladesh: Perspective Haragachh, Rangpur

বাংলাদেশের বিড়িশিল্প শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা: প্রেক্ষিত হারাগাছ, রংপুর

Omar Faruque

Associate Professor, Department of Accounting and Information Systems, Begum Rokeya University, Rangpur, **BANGLADESH**

ISSN: 2311-8636 (Print)
ISSN: 2312-2021 (Online)

Licensed: CC BY NC

Source of Support: Nil

No Conflict of Interest: Declared

***Email for correspondence:**
faruque1712@gmail.com

ABSTRACT

The government is trying to discourage smoking through various programs, and at the same time is generating huge revenue from this sector. Basically, it is a contradiction. This research is also discouraging the bidi industry. According to the REOBTB (2019) report, the number of bidi workers in the country is 1,34,926, of which 54,694 are engaged in permanent production and excluding the number of children, this number stands at 47,918 with an average monthly income of Tk 1,982. According to the report, the total number of bidi industries in the country is 198. Every year a large number of bidis and cigarettes are produced from these factories which contribute our national economy. It is very sad but true that, every year a large number of Bidi workers are suffering from complex diseases, which is having a massive negative impact on the national health sector. As a result, it is now more important to assess the socio-economic conditions of these workers properly. Out of the 198 bidi industries in the country, 53 are located in Rangpur district. As a result, in order to engage the people of the region in sustainable development, it is necessary to properly assess the socio-economic status of this huge number of bidi workers and adopt a proper action plan based on those results. The objective of this study is to assess the socio-economic status of bidi industry workers, Haragachh, Rangpur. Primary and secondary data is used in this research work. Numerical analysis is given priority in the study. A structured questionnaire is used for the purpose of data collection. The results of the study said that, if child labor is not stopped in time, it will be difficult to achieve the SDG goal by 2021-2025. It is matter of sorrow that no worker bears an appointment letter. As a result they may face legal complications at any time. At the same time the health risks in the factory are extremely high. It is time to reduce the health risks of this huge number of bidi workers and take necessary actionas to ensure their rights.

Keywords: Bidi Workers, Bidi Industry, Social Safety Net, Sustainable Development

ভূমিকা

বিড়ি ও বিড়িশ্রম উভয়ই স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর। সরকার নানান কর্মসূচির মাধ্যমে ধূমপানকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করছে, এবং একইসাথে এই খাত থেকে প্রচুর রাজস্বও আদায় করছে। এটা পরস্পর বিরোধীতা। দি রেভিনিউ অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট আউটকাম অব বিড়ি ট্যাক্সেশন ইন বাংলাদেশ (২০১৯) শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে বিড়ি শ্রমিকের সংখ্যা ১,৩৪, ৯২৭জন, যার মধ্যে স্থায়ী উৎপাদন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ৫৪,৬৯৪জন এবং শিশুর সংখ্যা বাদ দিলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৬৯১৬জন যাদের মাসিক গড় আয় ১৯৭২টাকা। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, দেশে মোট বিড়িশিল্পের সংখ্যা ১৯৮টি। বিবিসি (২০২০) এক প্রতিবেদনে বলেছে, বর্তমানে দেশে বিড়িশিল্পের বাজার প্রায় ২০০০ কোটি

টাকার এবং তা ক্রমাগত বাড়ছে। বাজার হিসেবে যা পৃথিবীর ৮ম। প্রতিদিন সরকার এই খাত থেকে ২০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, প্রতিবছর বিড়িশ্রমিকদের একটি বড় অংশ জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, যা জাতীয় স্বাস্থ্যখাতে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ফলে সামগ্রিকভাবে এইখাত জাতীয় অর্থনীতিতে নীট কতটুকু ইতিবাচক অগ্রগতি ঘটাচ্ছে তা নিঃন্দেহে গবেষণার দাবি রাখে। কিন্তু তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে আমাদের বর্তমান বিড়িশ্রমিকদের ভালোথাকা-মন্দথাকার বিষয়টি। এই খাতের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কয়েক লক্ষ মানুষ জড়িত। ফলে এইসব বিড়িশ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সঠিকভাবে নিরুপণ করা প্রতিদিন অধিকতর গুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

১৯৩৮ সালে রংপুরে বিড়িশিল্প যাত্রা শুরু করে। রংপুরের হারাগাছে দেশের বৃহত্তম বিড়িশিল্প প্রতিষ্ঠিত। সারাদেশে বিড়ি ও সিগারেটের চাহিদার একটি মোটাঅংশ এই অঞ্চল থেকে সরবরাহ করা হয়। দ রেভিনিউ অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট আউটকাম অব বিড়ি ট্যাক্সেশন ইন বাংলাদেশ (২০১৯) শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'দেশের ১৯৮টি বিড়িশিল্প ৩৭টি জেলায় অবস্থিত, যার ১০৩টি অর্থাৎ ৫২ শতাংশ অবস্থিত রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের ১০টি জেলায়, যার অর্থেক অর্থাৎ ৫৩টি রংপুর বিভাগের রংপুর জেলায় অবস্থিত।' গবেষণায় জানা গেছে, প্রতিবছর হারাগাছ বিড়িশিল্প থেকে সরকার প্রায় ২ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করে। এখানে নিয়োজিত মোট শ্রমিকের একটি অংশ শিশু ও বর্গা। কেউ কেউ আবার চুক্তিভিত্তিকও। কারখানায় চাপ থাকলে শ্রমিকদের নিজের বাড়িতে বিড়ি বাঁধাই করার কাজ করতে হয়।

ফলে বাড়ির শিশু ও বৃদ্ধরাও নানান রকম স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ে। দরিদ্র্যতা ও নগদ টাকার কারণে শিশুরা স্কুলের প্রতি নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ছে। ফলে এই অঞ্চলের জনগনকে টেকসই উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য, বিপুল পরিমাণ বিড়িশ্রমিকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা যথাযথভাবে নিরুপণ ও সেই ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সঠিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ আবশ্যক হয়ে পড়েছে। বিড়িশ্রমিকদের জীবনমানের উপর সারাদেশ, তথা বিশ্বে বেশ কিছু গবেষণা ইতোমধ্যে সম্পাদিত হয়েছে তথাপি তা যথেষ্ট নয় বলে মনে প্রতীয়মান। বেশকিছু জাতীয় দৈনিকে অসংখ্য প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও তার নির্ভরশীলতা প্রশ্নাতীত নয়। ফলে, হারাগাছ বিড়িশিল্প শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থা আজও অনাবিস্কৃত। ফলে এই অঞ্চলের বিড়িশিল্প শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর গবেষণা অত্যন্ত জরুরি ও যৌক্তিক হয়ে পড়েছে।

আরইওবিটিবি (২০১৯) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'মাত্র ২০ শতাংশ বিড়িশ্রমিক স্থায়ীভাবে কর্মরত, ৪৩ শতাংশ বিড়িশ্রমিকের মূল আয় বিড়িশ্রম, দুই-তৃতীয়াংশ বিড়িশ্রমিকের কোনো স্কুল শিক্ষা নেই, এবং বিড়িশ্রমিকদের ৯৭ শতাংশের নিজস্ব কোনো জমি নেই। অন্যদিকে ৪৬শতাংশ বিড়িশ্রমিকের বাবা এই কাজ করতেন, এবং ২৮ শতাংশ বিড়িশ্রমিকের দাদা এই কাজ করতেন।' বাংলাদেশ যখন টেকসই উন্নয়নরে পথে এগিয়ে চলেছে তখন কাউকে পেছনে ফেলে সেই উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, অনেকটা উত্তরাধিকারসূত্রে এই শিল্পের সাথে জড়িত, যাদের জীবনমান আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতিকে নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করছে।

আমাদের জাতীয় অর্থনীতি কোনো অবস্থতেই তাদের অস্থিত্ব ও অংশীদারিত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাদের পরবর্তী গবেষণায় ব্যবহার করতে পারবেন। সরকারি বিভিন্ন নীতিনির্ধারণী বিভাগ ও দপ্তর এই গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করে বিড়িশিল্প শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করতে পারবে। গবেষক মনে করে, গবেষণায় অর্জিত ফলাফল এই শ্রমিকদের জীবনের সংকটকে সম্ভাবনার পথে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

রংপুরের হারাগাছের বিড়িশিল্প শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। গবেষণার পরিধি উল্লেখিত অঞ্চলেই পরিব্যাপ্ত ছিলো। এই অঞ্চলের সকল বিড়িশিল্প শ্রমিকের উপর এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও তাদের সামাজিক অবস্থান নিরুপণ, তাদের সংকট ও তার সমাধানের পথ চিহ্নিতকরণই এই গবেষণার কর্মপরিধি।

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো, রংপুর হারাগাছ বিড়িশিল্প শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা যথাযথভাবে নিরুপণ করা। তথাপি এই গবেষণা নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে পরিচালিত হবে।

- রংপুরের হারাগাছ বিড়িশিল্প শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান মূল্যায়ন;
- রংপুরের হারাগাছ বিড়িশিল্প শ্রমিকদের সংকট ও তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণা কাজে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণায় মূলত সংখ্যাগত বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তবে কোথাও কোথাও গুণগত বিশ্লেষণ আবশ্যক হওয়ায় সেই পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়েছে। রংপুরের হারাগাছের সকল বিড়িশিল্প শ্রমিকই এই গবেষণার সমগ্রক হিসেবে বিবেচিতা হয়েছে। সুবিধাজনক নমুনায়ন পদ্ধতিতে নমুনা নির্বাচন করে, নমুনা এককের সাথে গঠনমূলক প্রশ্নপত্রের আলোকে আলাপচারিতার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট কাঠামোগত প্রশ্নপত্র এই গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের সময় নানাবিধ প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে অর্জিত তথ্য বর্ণনামূলকভাবে ব্যবহার করে গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে। অতীত বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলও এই গবেষণার সমৃদ্ধি অর্জনে ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন সমসাময়িক পত্রপত্রিকা, সাময়িকীতে বিভিন্নসময় প্রকাশিত প্রতিবেদনও এই গবেষণা তার প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে। কাজের সুবিধার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে, পরিসংখ্যানের বিভিন্ন কলা-কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

বিড়ি শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা

গবেষণায় উত্তরদাতা বিড়ি শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কতগুলো মানদণ্ডের উপর নির্ভর করে নির্ণিত হয়েছে। শ্রমিকদের বয়সকাঠামো, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিবারের ধরন ও বেতন কাঠামোসহ আরও অনেকগুলো মানদণ্ডে তাদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা পর্যযালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিড়ি শ্রমিকদের লিঙ্গ

রংপুরের হারাগাছ বিড়িশিল্পের শ্রমিকদের বয়সভিত্তিক প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্য গুণগত বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় যে, বিড়িশ্রমিকদের ৬০.৯১শতাংশ নারী, এবং অবশিষ্ট ৩৯.০৯ শতাংশ পুরুষ। তবে তৃতীয় লিঙ্গের কোনো শ্রমিককে পাওয়া যায় নি। প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে এ কথা স্পষ্ট বলা যায় যে, এই শিল্প মূলত নারী শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

সরণি ১ঃ বিড়ি শ্রমিকদের লিঙ্গ

লিঙ্গ	শ্রমিক সংখ্যা	শতকরা হার
নারী	৬৭	৬০.৯১
পুরুষ	৪৩	৩৯.০৯
তৃতীয় লিঙ্গ	০	০
মোট	১১০	১০০

উৎসঃ প্রশ্নমালা জরিপ ২০২০

লেখচিত্র ১ঃ বিড়ি শ্রমিকদের লিঙ্গ

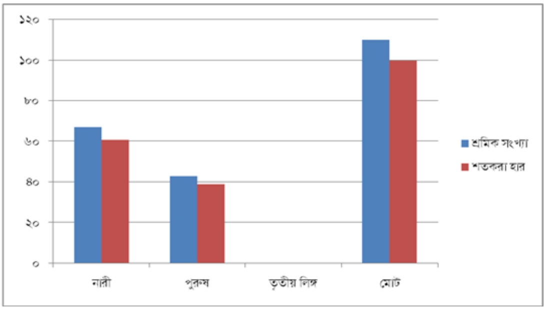

উৎসঃ প্রশ্নমালা জরিপ ২০২০

শ্রমিকদের বয়স কাঠামো ও শিক্ষাগত যোগ্যতা

গবেষণায় প্রাপ্ত রংপুরে বিড়ি শ্রমিকদের তথ্য অত্যন্ত অবাক করা। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা যখন বলছে, ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম সম্পূর্ণ বন্ধ করা হবে, এবং ২০২৫ সালের মধ্যে দেশে সকলপ্রকার শিশুশ্রম বন্ধ করা হবে সেখানে এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বলছে, রংপুরে বিড়িশ্রমিকদের ১৫.৪৫শতাংশ শ্রমিকের বয়স ২০বছরের কম, যার একটি বড় অংশ শিশু। বিড়িশ্রমিকদের মধ্যে২০-৩০ বছর বয়সী শ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, শতকরার হিসেবে যা ৩৭.২৭ শতাংশ। গবেষণায় জানা গেছে, ৫০অধিক বয়স্ক শ্রমিকের সংখ্যা মাত্র ৫শতাংশ।

সরণি ২ঃ বিড়ি শ্রমিকদের বয়স কাঠামো ও শিক্ষাগত যোগ্যতা

বয়স কাঠামো (বছর)	শ্রমিক সংখ্যা	শতকরা হার	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শ্রমিক সংখ্যা	শতকরা হার
১০-২০	১৭	১৫.৪৫	প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই	১১	১০.০০
২০-৩০	৪১	৩৭.২৭	প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ	৬০	৫৪.৫৫
৩০-৪০	৩৫	৩১.৮২	মাধ্যমিক স্তর উত্তীর্ণ	২২	২০.০০
৪০-৫০	১১	১০.০০	উচ্চমাধ্যমিক স্তর উত্তীর্ণ	১৩	১১.৮২
৫০-৬০	৫	৪.৫৫	উচ্চতর স্তর উত্তীর্ণ	৪	৩.৬৩
> ৬০	১	০.৯১			
মোট	১১০	১০০	মোট	১১০	১০০

উৎসঃ প্রশ্নমালা জরিপ ২০২০

লেখচিত্র ২ ঃ বিড়ি শ্রমিকদের বয়স কাঠামো

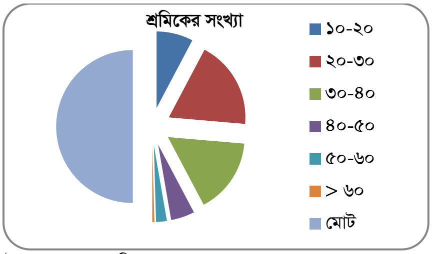

উৎসঃ প্রশ্নমালা জরিপ ২০২০

লেখচিত্র ৩ ঃ বিড়ি শ্রমিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

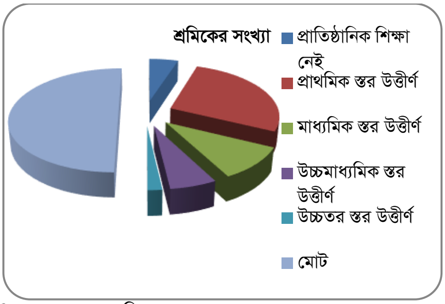

উৎসঃ প্রশ্নমালা জরিপ ২০২০

সরণি ২ অনুযায়ি, বিড়ি শ্রমিকদের একটি বড়অংশ শিক্ষার প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করেছে। শতকরা হিসেবে যা কেবল ৫৪.৫৫শতাংশ। ১০শতাংশ শ্রমিকের প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা নেই। অন্যদিকে সবচেয়ে আনন্দের খবর হলো, প্রায় ১৫শতাংশ শ্রমিক বর্তমান শিক্ষার্থী যারা এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা গ্রহণ করছে। পড়ার পাশাপাশি তারা এই পেশায় নিয়োজিত, এবং একই সাথে ২০শতাংশ শ্রমিক মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

বৈবাহিক অবস্থা

সাধারণত অর্থনৈতিকভাবে নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের মাঝে কখনো কখনো বিবাহ বিচ্ছেদ ও তালাক প্রবণতা বেশি থাকে। এই গবেষণায় পাওয়া গেছে, ৮.১৯শতাংশ শ্রমিক তালাকপ্রাপ্ত ও স্বামী/স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন। শ্রমিকদের ৭৭.২৭শতাংশ বিবাহিত ও ১৪.৫৫ শতাংশ অবিবাহিত। অবিবাহিতদের অনেকই বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে শিক্ষার্থী।

সরণি ৩ ঃ বিড়ি শ্রমিকদের বৈবাহিক অবস্থা ও পরিবারের ধরণ

বৈবাহিক অবস্থা	শ্রমিক সংখ্যা	শতকরা হার	পরিবারের ধরণ	শ্রমিক সংখ্যা	শতকরা হার
বিবাহিত	৮৫	৭৭.২৭	একক পরিবার	৯৫	৮৬.৩৬
অবিবাহিত	১৬	১৪.৫৫	যৌথ পরিবার	১৫	১৩.৬৪
বিচ্ছিন্ন	৫	৪.৫৫			
তালাকপ্রাপ্ত	৪	৩.৬৪			
মোট	১১০	১০০	মোট	১১০	১০০

উৎসঃ প্রশ্নমালা জরিপ ২০২০

লেখচিত্র ৪ ঃ বিড়ি শ্রমিকদের বৈবাহিক অবস্থা

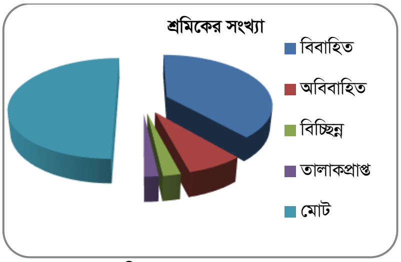

উৎসঃ প্রশ্নমালা জরিপ ২০২০

লেখচিত্র ৫ ঃ বিড়ি শ্রমিকদের পরিবারের ধরণ

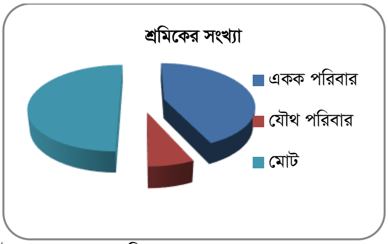

উৎসঃ প্রশ্নমালা জরিপ ২০২০

সরণি ৩ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে আরও জানা যাচ্ছে যে, ৮৬.৩৬ শতাংশ শ্রমিক একক পরিবারে বসবাস করে, এবং মাত্র ১৩.৬৪ শতাংশ মানুষ যৌথ পরিবারে বাস করে।

শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো

বিড়িশ্রমিকরা সাধারণত বেতনভুক্ত নয়, বরং তারা চুক্তিভিত্তিক। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ধারা ১৪০ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উক্ত আইনের ধারা ১৩৯ এর অধীন, 'বিড়ি শিল্প সেক্টর'-এর শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি হার নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এস. আর. ও নং ২৯৫-আইন/২০১৬ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ি, লেবেল প্যাকিংসহ সাধারণ বিড়ি তৈরির জন্য প্রতি হাজারে ৩১.৫০ (একত্রিশ দশমিক পঞ্চাশ) টাকা ও লেবেল প্যাকিংসহ ফিল্টারযুক্ত বিড়ি তৈরির জন্য প্রতি হাজারে ৬৩.০০ (তেষট্টি) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সরণি ৪ ঃ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ি 'বিড়ি শিল্প সেক্টর' এর শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত নিম্নতম মজুরি হার

শ্রমিকগণের শ্রেণি ও পদবিন্যাস	মজুরি	
	লেবেল প্যাকিংসহ সাধারণ বিড়ি তৈরির জন্য	লেবেল প্যাকিংসহ ফিল্টারযুক্ত বিড়ি তৈরির জন্য
১। বিড়ি তৈরির শ্রমিক ২। ঠোঙ্গা তৈরির শ্রমিক ৩। তামাক ভাঙ্গাই শ্রমিক (হাতে) ৪। তামাক ভাঙ্গাই শ্রমিক (মেশিনে) ৫। তামাক চিরাই শ্রমিক (হাতে) ৬। ডাটা চালানী শ্রমিক (হাতে) ৭। মিকচার শ্রমিক (বিড়ির জন্য) ৮। চালানী প্যাকিং শ্রমিক	প্রতি হাজারে ৩১.৫০ (একত্রিশ দশমিক পঞ্চাশ) টাকা	প্রতি হাজারে ৬৩.০০ (তেষট্টি) টাকা

একই প্রজ্ঞাপনে, 'বিড়ি শিল্প সেক্টর'-এর কর্মচারীদের জন্য নিম্নতম মজুরি হার নির্ধারণ করে দিয়েছেন। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ি, গ্রেড-১ ভুক্ত কর্মচারীর ন্যূনতম বেতন ৬৬২০ টাকা। গ্রেড-২ ভুক্ত কর্মচারীর ন্যূনতম বেতন ৫৩৩০ টাকা। গ্রেড-৩ ভুক্ত কর্মচারীর ন্যূনতম বেতন ৪৩৫৫ টাকা ও শিক্ষানবিশ কর্মচারীর ন্যূনতম বেতন ৩২০০ টাকা।

সরণি ৫ ঃ বিড়ি শ্রমিকদের বেতন কাঠামো

প্রাপ্ত আনুমানিক মজুরি (টাকা)	শ্রমিক সংখ্যা	শতকরা হার
১০০০-২০০০	১৬	১৪.৫৫
২০০০-৩০০০	৬৫	৫৯.০৯
৩০০০-৪০০০	১৯	১৭.২৭
৪০০০-৫০০০	৬	৫.৪৫
৫০০০-৬০০০	২	১.৮২
> ৬০০০	২	১.৮২
মোট	১১০	১০০

উৎসঃ প্রশ্নমালা জরিপ ২০২০

সরণি ৬ ঃ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ি 'বিড়ি শিল্প সেক্টর' এর কর্মচারীদের জন্য নিম্নতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত নিম্নতম মজুরি হার

ক্রমিক নং	কর্মচারীগণের শ্রেণি ও পদবিন্যাস	মূল মজুরি (টাকা)	বাড়ি ভাড়া ভাতা (টাকা) (মূল মজুরির ৫০%)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	মাসিক সর্বমোট (টাকা)
১।	গ্রেড-১: ১। স্টোর কিপার ২। হিসাব সহকারী	৪,১৬০/ (চারহাজার একশত ষাট)	২,০৮০/- (দুই হাজার আশি)	৩৮০/ (তিনশত আশি)	৬,৬২০/- (ছয় হাজার ছয়শত বিশ)
২।	গ্রেড-২: ১। স্টোর সহকারী ২। ক্যাশিয়ার ৩। সেলসম্যান ৪। চেকার ৫। টাইপিস্ট ৬। টেলিফোন অপারেটর ৭। সীট লেখক ৮। কাগজ বিতরণকারি ৯। ড্রাইভার	৩,৩০০/- (তিন হাজার তিনশত)	১,৬৫০/- (এক হাজার ছয়শত পঞ্চাশ)	৩৮০/- (তিনশত আশি)	৫,৩৩০/- (পাঁচ হাজার তিনশত ত্রিশ)
৩।	গ্রেড-৩: ১। পিয়ন ২। দারোয়ান ৩। মালি ৪। সুইপার ৫। তামাক মাপক ৬। পেপার কাটার ৭। প্রচারক	২,৬৫০/- (দুই হাজার ছয় শত পঞ্চাশ)	১,৩২৫/- (এক হাজার তিনশত পঁচিশ)	৩৮০/- (তিনশত আশি)	৪,৩৫৫/-(চার হাজার তিনশত পঞ্চান্ন)
৪।	শিক্ষানবিশ কর্মচারী	মাসিক সর্বসাকুল্যে ৩,২০০ (তিন হাজার দুইশত) টাকা			

গবেষণা প্রাপ্ত তথ্যে এটুকু সন্তুষ্ট হওয়া গেছে যে, রংপুর হারাগাছের বিড়িশিল্প শ্রমিকগণ লেবেল প্যাকিংসহ সাধারণ বিড়ি তৈরির জন্য প্রতি হাজারে ৪২ থেকে ৪৩ (বিয়াল্লিশ থেকে তেতাল্লিশ) টাকা ও লেবেল প্যাকিংসহ ফিল্টারযুক্ত বিড়ি তৈরির জন্য প্রতি হাজারে ৬৫ থেকে ৭০ (পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর) টাকা মজুরি পায়, যা সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির কম নয়।

সরণি ৫-এ একজন শ্রমিকের ন্যূনতম মাসিক মজুরি উপস্থাপিত হয়েছে। প্রতি হাজার বিড়ি তৈরি করে ৪২ থকে ৭০টাকা পর্যন্ত মজুরি পাওয়া যায়। মাসিক মোট ব্যক্তিউৎপাদিত বিড়ির শ্রমমূল্য সরণি ৮-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। যেখান থেকে জানা গেছে, ১৪.৫৫শতাংশ শ্রমিক ১হাজার থেকে ২হাজার টাকা মাসিক উপার্জন করে। ৫৯.০৯ শতাংশ শ্রমিকের উপার্জন ২হাজার থেকে ৩হাজার টাকা, এবং মাত্র ৩.৬৪ শতাংশ শ্রমিকের আয় ৫হাজার টাকার উপরে। বর্তমান বাজার ব্যবস্থায় নিম্নোক্ত আয় সরণি খুবই অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

অন্যদিকে, অনুসন্ধানে জানা যায়, কর্মচারিদের বেতন ৫হাজার থেকে ৭হাজারের মধ্যে, যা আইনের সাথে অনেকাংশেই সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হলো তা বাজার ব্যবস্থার সাথে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

লেখচিত্র ৬ঃ বিড়ি শ্রমিকদের বেতন কাঠামো

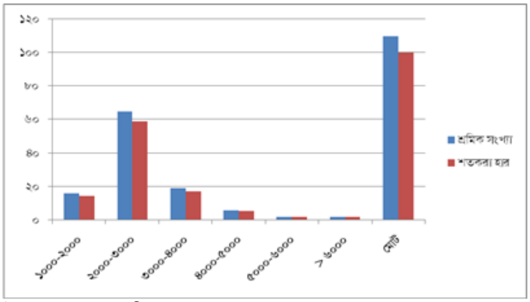

উৎসঃ প্রশ্নমালা জরিপ ২০২০

শ্রমিকদের মূল কর্মক্ষেত্র

হারাগাছের প্রায় প্রতিটি বাড়ি যেনো এক একটি বিড়ির কারখানা। এখানে পারিবারিকভাবে বিড়ি উৎপাদন করা হয়। বিড়ি উৎপাদনের দুটো স্তর। প্রথম স্তরে বিড়ির ঠোঙ্গা, এবং দ্বিতীয় স্তরে ঠোঙ্গায় তামাক ভরা। গবেষণায় এই তথ্য পাওয়া গেছে যে, ৬৩.৬৪ শতাংশ শ্রমিক তাদের বিড়ি বানানোর কাজ বাড়িতে করেন, এবং অবশিষ্ট ৩৬.৩৬ শতাংশ শ্রমিক কাজ করেন কারখানায়।

সরণি ৭ঃ বিড়ি শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র

কর্মক্ষেত্র	শ্রমিক সংখ্যা	শতকরা হার
নিজবাড়ি	৭০	৬৩.৬৪
কারখানা	৪০	৩৬.৩৬
মোট	১১০	১০০

উৎসঃ প্রশ্নমালা জরিপ ২০২০

লেখচিত্র ৭ঃ বিড়ি শ্রমিকদের কর্মস্থল

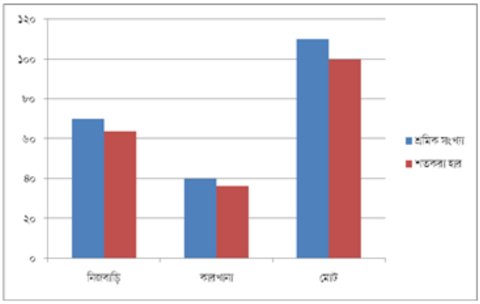

উৎসঃ প্রশ্নমালা জরিপ ২০২০

নারী শ্রমিকদের পারিবারিক ক্ষমতায়ন

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বলছে, হারাগাছে বিড়িশ্রমিকদের ৬০.৯১ শতাংশ নারী। ফলে তাদের পারিবারিক মর্যাদা নিরূপণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারী বিড়ি শ্রমিকদের পারিবারিক মর্যাদা নিরূপণ করতে তাদের তিন ধরণের প্রশ্ন করা হয়। জরিপ বলছে, ৬৭.১৬ শতাংশ নারী মনে করে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ আছে, ৭৪.৬৩ শতাংশ নারী মনে করে তাদের মতামতের গুরুত্ব দেয় তাদের পরিবার, এবং ৬২.৬৯ শতাংশ নারী মনে করে অর্জিত অর্থ ব্যয় করার স্বাধীনতা তাদের আছে।

সরণি ৮ঃ নারী বিড়ি শ্রমিকদের পারিবারিক ক্ষমতায়ন

পরিবারে নারীর ক্ষমায়ন	আছে		নেই		মোট নারী শ্রমিক সংখ্যা
	শ্রমিক সংখ্যা	শতকরা হার	শ্রমিক সংখ্যা	শতকরা হার	
সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ	৪৫	৬৭.১৬	২২	৩২.৮৪	৬৭
মতামতের গুরুত্ব	৫০	৭৪.৬৩	১৭	২৫.৩৭	৬৭
অর্জিত অর্থ খরচ করার স্বাধীনতা	৪২	৬২.৬৯	২৫	৩৭.৩১	৬৭

উৎসঃ প্রশ্নমালা জরিপ ২০২০

লেখচিত্র ৮ঃ নারী বিড়ি শ্রমিকদের পারিবারিক ক্ষমতায়ন

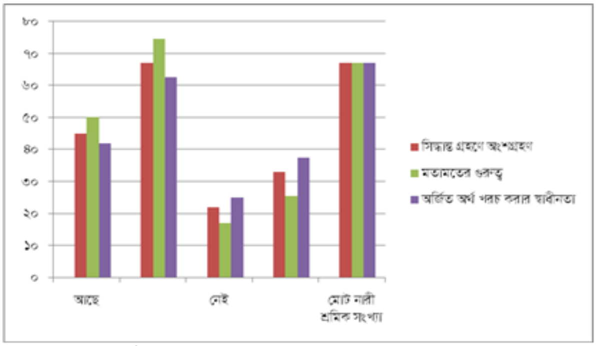

উৎসঃ প্রশ্নমালা জরিপ ২০২০

শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র সংক্রান্ত সমস্যা

কর্মস্থলে যাতায়াত ও কর্মস্থলে যৌন কিংবা অন্যান্য শারীরিক কিংবা মানসিক নির্যাতন এখন একটি প্রত্যহিক ঘটনা হয়ে উঠেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, এইসব প্রশ্নের প্রকৃত সদুত্তর পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। যেমনটি ঘটেছে সরণি ৮-এর উত্তর উদ্ঘাটন করতে। তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে মনে হয়েছে, হয়রানির শিকার সংক্রান্ত তথ্য দিতে তারা কুণ্ঠিত বোধ করছেন। প্রাপ্ত ফলাফলে কর্মস্থলে কোনো যৌন হয়রানির তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি, অন্যদিকে ৩.৬৪ শতাংশ শ্রমিক কর্মস্থলে আসার পথে নানান সমস্যার মুখোমুখি হয়, এবং কর্মস্থলে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয় ১.৮ শতাংশ শ্রমিক।

সরণি ৯ঃ কর্মক্ষেত্রে হয়রানির শিকার

সমস্যার ধরণ	সমস্যা আছে		সমস্যা নেই		মোট শ্রমিক সংখ্যা
	শ্রমিক সংখ্যা	শতকরা হার	শ্রমিক সংখ্যা	শতকরা হার	
কর্মস্থলে আসার পথে হয়রানির	৪	৩.৬৪	১০৬	৯৬.৩৬	১১০
কর্মস্থলে যৌন হয়রানির	০	০০	১১০	১০০	১১০
কর্মস্থলে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন	২	১.৮	১০৮	৯৮.২০	১১০

উৎসঃ প্রশ্নমালা জরিপ ২০২০

লেখচিত্র ৯ঃ কর্মক্ষেত্রে হয়রানির শিকার

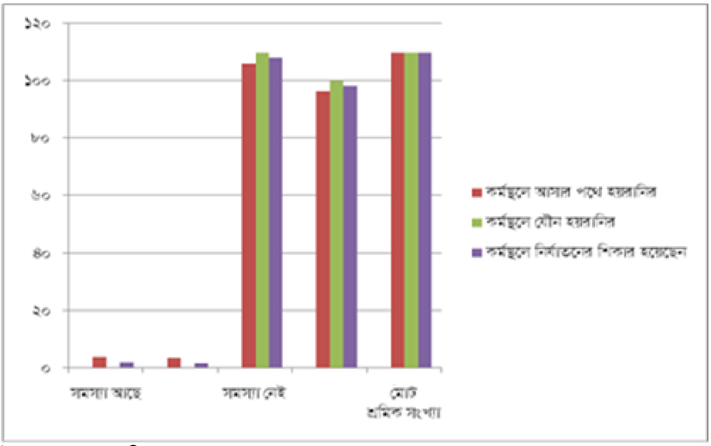

উৎসঃ প্রশ্নমালা জরিপ ২০২০

শ্রম আইন ও শ্রমিক ইউনিয়ন সম্পর্কিত ধারণা

সাধারণত একজন শ্রমিককে নিরাপত্তা দেয় একটি আইন ও একটি শ্রম সংগঠন। শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করা হয় শ্রম আইন ২০০৬ দ্বারা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, ৯৩.৬৪ শতাংশ শ্রমিকের শ্রম আইন ২০০৬ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। অন্যদিকে ৯০শতাংশ শ্রমিক কোনো না কোনো শ্রম সংগঠনের সাথে যুক্ত। বলা বাহুল্য, হারাগাছ বিড়ি শ্রমিকদের তিনটি শ্রমিক সংগঠন আছে বলে জানা গেছে।

সরণি ১০ঃ শ্রম আইন ও শ্রমিক ইউনিয়ন সম্পর্কিত ধারণা

শ্রম আইন ও শ্রমিক ইউনিয়ন সম্পর্কিত ধারণা	আছে		নেই		মোট শ্রমিক সংখ্যা
	শ্রমিক সংখ্যা	শতকরা হার	শ্রমিক সংখ্যা	শতকরা হার	
শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে যুক্ত	৯৯	৯০	১১	১০	১১০
শ্রমআইন ২০০৬ সম্পর্কে ধারণা	৭	৬.৩৬	১০৩	৯৩.৬৪	১১০

উৎসঃ প্রশ্নমালা জরিপ ২০২০

লেখচিত্র ১০ঃ শ্রম আইন ও শ্রমিক ইউনিয়ন সম্পর্কিত ধারণা

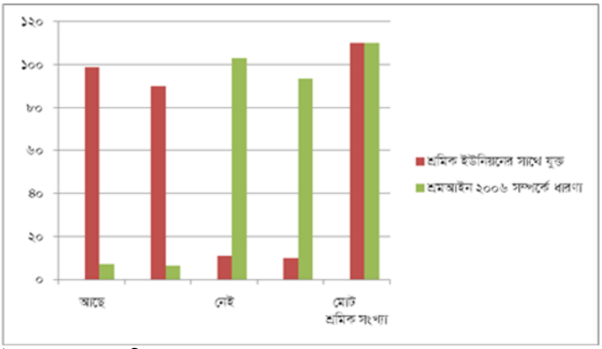

উৎসঃ প্রশ্নমালা জরিপ ২০২০

কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের অধিকার

আইন অনুয়ায়ি, একজন শ্রমিক হিসেবে ও একজন মানুষ হিসেবে হারাগাছ বিড়িশিল্প শ্রমিকরাও বেশকিছু অধিকার প্রত্যাশি। আমরা এখানে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি সেই সব অধিকারগুলো একজন শ্রমিক তার কর্মস্থল থেকে কতটুকু পাচ্ছে। প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ি, শ্রমিকদের ৪.৫৫ শতাংশ মনে করে কারখানায় চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থায় আছে, ৯৫.৪৫ শতাংশ মনে করে কারখানায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা আছে, ৮৯.০৯ শতাংশ মনে করে কারখানায় প্রাথমিক চিকিৎসার সুবিধা আছে, ৩১.৮২ শতাংশ মনে করে কারখানায় কর্মপরিবেশে ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যদিকে প্রতিটি শ্রমিক ব্যক্তি মনে করে, কারখানায় আবাসন সুবিধা, যাতায়াত সুবিধা ও শ্রমকল্যাণ কর্মকর্তা নেই। ৭০.৯১ শতাংশ শ্রমিক মনে করে, প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলো, শ্রমিকদের কারও চাকরির নিয়োগপত্র নেই। ফলে তারা আইনগতভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মচারি হিসেবে নিজেদের দাবি করতে পারে না। অন্যদিকে, দৈনিক ৮ঘণ্টার বেশি কাজের চাপ আছে বলে মনে করেন ১৬.৩৬ শতাংশ শ্রমিক, দুপুরের খাবারের জন্য পর্যাপ্ত বিরতি আছে বলে মনে করে ৯২.৭৩ শতাংশ শ্রমিক। শ্রমিকদের রাত্রীকালীন অতিরিক্ত কোনো কাজের চাপ নেই। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ৮৯.০৯ শতাংশ শ্রমিক মনে করে তাদের মজুরি নিয়মিত পরিশোধ করা হয়।

লেখচিত্র ১১ঃ কারখানায় শ্রমিকদের অধিকার

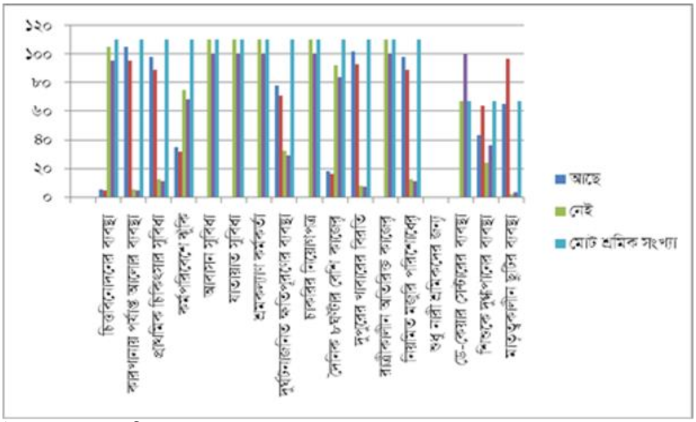

উৎসঃ প্রশ্নমালা জরিপ ২০২০

সরণি ১১ঃ কারখানায় শ্রমিকদের অধিকার

কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক অধিকার	আছে		নেই		মোট শ্রমিক সংখ্যা
	শ্রমিক সংখ্যা	শতকরা হার	শ্রমিক সংখ্যা	শতকরা হার	
চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা	৫	৪.৫৫	১০৫	৯৫.৪৫	১১০
কারখানায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা	১০৫	৯৫.৪৫	৫	৪.৫৫	১১০
প্রাথমিক চিকিৎসার সুবিধা	৯৮	৮৯.০৯	১২	১০.৯১	১১০
কর্মপরিবেশে ঝুঁকি	৩৫	৩১.৮২	৭৫	৬৮.১৮	১১০
আবাসন সুবিধা	০	০.০০	১১০	১০০.০০	১১০
যাতায়াত সুবিধা	০	০.০০	১১০	১০০.০০	১১০
শ্রমকল্যাণ কর্মকর্তা	০	০.০০	১১০	১০০.০০	১১০
দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা	৭৮	৭০.৯১	৩২	২৯.০৯	১১০
চাকরির নিয়োগপত্র	০	০.০০	১১০	১০০.০০	১১০
দৈনিক ৮ঘণ্টার বেশি কাজের চাপ	১৮	১৬.৩৬	৯২	৮৩.৬৪	১১০
দুপুরের খাবারের বিরতি	১০২	৯২.৭৩	৮	৭.২৭	১১০
রাত্রীকালীন অতিরিক্ত কাজের চাপ	০	০.০০	১১০	১০০.০০	১১০
নিয়মিত মজুরি পরিশোধের ব্যবস্থা	৯৮	৮৯.০৯	১২	১০.৯১	১১০
(শুধু নারী শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য)					
ডে-কেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থা	০	০.০০	৬৭	১০০.০০	৬৭
শিশুকে দুগ্ধপানের ব্যবস্থা	৪৩	৬৪.১৮	২৪	৩৫.৮২	৬৭
মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা	৬৫	৯৭.০১	২	২.৯৯	৬৭

উৎসঃ প্রশ্নমালা জরিপ ২০২০

অন্যদিকে, উত্তরদাতা নারীদের নারী সেবা ও অধিকার সংক্রান্ত তিনটি প্রশ্ন করা হয়। যেখান থেকে জানা যায়, শতভাগ নারী মনে করে, কারখানায় শিশুদের জন্য কোনো ডে কেয়ার সেন্টার নেই। ৩৫.৮২শতাংশ নারী মনে করে, কারখানায় শিশুকে দুগ্ধপানের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা ও ব্যবস্থা নেই, এবং যেহেতু শ্রমিকরা চুক্তিভিত্তিক। উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ি মজুরি পায় সেহেতু প্রয়োজনে তারা নিজেরা প্রয়োজন মতো বিনামজুরিতে মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু প্রকৃত অধিকার হলো, একজন মায়ের মজুরিতেই মাতৃত্বকালীন ছুটির অধিকার থাকা উচিৎ।

শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি

তামাক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, কিন্তু প্রকৃত অনুসন্ধানে দেখা গেছে, কারখানা কর্তৃক শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমানোর জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে শ্রমিকরা নিজেদের মতো করে নিজেদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের চেষ্টা করছে। কেউ গামছা পেচিয়ে, কেউ কেউ শাড়ির আঁচল পেচিয়ে নিজেকে তামাকের বিষাক্ততা থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন যা খুবই অপর্যাপ্ত। ফলে, এইসব বিড়িশিল্প শ্রমিকরা খুব অল্প বয়সে নানাবিধি দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে পড়ছে, কিন্তু এতদবিষয়ে কারখান কর্তৃপক্ষের তেমন কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেই। বর্তমানে বিড়িশিল্পে কোনো শ্রমিক সংকট নেই। কিন্তু ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণে শ্রমিক সংকট হতে পারে।

উপসংহার

গবেষণা কাজে ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতাকেও অস্বীকার করার সুযোগ নেই। নিশ্চিতভাবে গবেষক তার ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন, এবং হয়তো কখনো কখনো সেই গণ্ডিতেই গবেষণাকে এগিয়ে নিয়েছেন। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য বিড়িশিল্প শ্রমিকদের আর্থ-সামিজক অবস্থা সম্পর্কে একটি সাম্যক ধারণা তুলে আনা। কিন্তু আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনেকাংশেই অন্তঃস্থ বিষয় হওয়ায় যথাযথ পর্যালোচনা প্রক্রিয়া কঠিন, এবং কঠিনতর। কখনো কখনো শ্রমিকরা যথাযথ তথ্য প্রদানে নিরুৎসাহ বোধ করেছেন, যা এই গবেষণাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে। ভয় কিংবা শংকা যেকোনো কারণেই হোক গবেষকের কাছে মনে হয়েছে দু-একটি বিষয়ে উত্তরদাতারা যথাযথ তথ্য প্রদানে বিরত থেকেছেন। ফলে এই গবেষণা কোনো অবস্থাতেই সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে নয়। তবুও গবেষক চেষ্টা করেছে, তার ব্যক্তি গবেষণা দক্ষতার আলোকে এই সীমাবদ্ধতা দূর করে একটি অর্থবহ গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন করতে।

গবেষণার ফলাফল বলছে, রংপুরের হারাগাছ বিড়িশিল্পের শ্রমিকদের ৬০.৯১ শতাংশ নারী এবং সেখানে যথেষ্ট শিশুশ্রম বিদ্যমান। ফলে যথা সময়ে শিশুশ্রম বন্ধ করে ২০২১-২০২৫ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়বে। বিড়িশিল্প শ্রমিকদের একটি বড়অংশ শিক্ষার কেবল প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করেছে, নয়তো স্কুলেই যায় নি। ৮.১৯ শতাংশ শ্রমিক তালাকপ্রাপ্ত অথবা স্বামী/স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন। তবে আশার খবর হলো, অনেকই এই কাজের পাশাপাশি স্কুল ও কলেজে পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছেন। গবেষণায় জানা গেছে, সরকারি ন্যূনতম মজুরি এখানে অনেকাংশেই নিশ্চিত করা গেছে। তবে সেই ন্যূনতম মজুরিও এখন বর্তমান বাজারের সাথে অত্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ। শ্রমিকদের ৬৩.৬৪ শতাংশ তাদের বাড়িতে কাজ করেন, এবং অবশিষ্ট ৩৬.৩৬ শতাংশ শ্রমিক কাজ করেন কারখানায়।

অন্যদিকে নারী শ্রমিকদের ৭৪.৬৩ শতাংশ মনে করেন তাদের মতামতের গুরুত্ব দেয় তাদের পরিবার, এবং ৬২.৬৯ শতাংশ নারী মনে করেন অর্জিত অর্থ ব্যয় করার স্বাধীনতা আছে তাদের। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো, ৯৩.৬৪ শতাংশ শ্রমিকের শ্রম আইন ২০০৬ সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। আরও দুঃখজনক খবর হলো, শ্রমিকদের কারও চাকরির নিয়োগপত্র নেই। ফলে তারা চাইলেই আইনগতভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মচারি

হিসেবে নিজেদের দাবি করতে পারে না। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমানোর জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষের কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে শ্রমিকদের নিজেদের সুরক্ষা নিজেদের নিশ্চিত করতে হয়। গবেষক মনে করেন, এই বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের স্বাস্থ্যঝুঁকি ও অধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এখন সময়ের দাবি। এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে আলোকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সত্যিকার অর্থে বিড়িশিল্প শ্রমিকদের জীবনমান উন্নত হবে বলে গবেষক মনে করেন।

গ্রন্থ পুঞ্জি

আলম, আশরাফুল ও করিম, ড. ইকবাল, ২০১০, "বাংলাদেশ শ্রমআইন", ঢাকা; কামরুল বুক হাউজ

আহমেদ, মা., (২০১৯), বাংলাদেশে তামাক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণঃ একটি পর্যালোচনা, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, খণ্ড ৩৭ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৬

উদ্দিন, মু. জ., (২০১২), নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উনড়বয়ন ও ক্ষমতায়নে পোশাকশিল্পের ভূমিকা ঃ পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা মহানগর, নারী ও প্রগতি, ঢাকা, বাংলাদেশ

কবির, লায়লা, ১৯৯০, "বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে নারীর পরিশ্রম ঃ সুযোগ ও সীমাবদ্ধতা", ঢাকা; একতা পাবলিকেশন্স

বাংলাদেশ গেজেট (২০১৬), নিমবো/নিমনি/২০১৫/২৩৯, ৩ মে ২০১৬, নিম্নতম মজুরি বোর্ড, ঢাকা

Ahmad, M. S., Mamun A. A., Islam M. S., Rubby M. G. and Alam M. M., (2014), Oral Health Status among the Tobacco Workers in Rangpur, Bangladesh, Rangpur Dental College Journal January 2014; Vol.2 No.1

Banglanews24.com, 29 May, 2020 Retrived from: https://www.banglanews24.com/national/news/bd/791046.details

Barkat A., Chowdhury A.U., Nargis, N., Rahman, M., Kumar P. K. A, Bashir, S., Chaloupka F. J., `The Economics of Tobacco and Tobacco Taxation in Bangladesh. Paris: International Union against Tuberculosis and Lung Disease; 2012

BBC Bangla, 20 may, 2020, Retrived from: https://www.bbc.com/bengali/news-52733934

Chowdhury, M. K. I., Rahman, M. M. and Faruque, O. (2010) A Socio-Economic Survey of Rice Farmers in Barind Area during Aman and Boro Season, Banglavision (An International Research Journal), ISSN: 2079-567X Vol. 2 No. 1 August 2010

Faruque, O. and Rahman, M. M. (2021) "Development of Small Scale Industry in Rangpur Division of Bangladesh: Employee Perception", Asian Journal of Humanity, Art and Literature, 8(1), pp. 43-54. doi: 10.18034/ajhal.v8i1.572.

Faruque, O. and Rahman, M. M. (2021) "Development of Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles and Motorcycles Business in Rangpur Division", ABC Journal of Advanced Research, 10(1), pp. 39-56. doi: 10.18034/abcjar.v10i1.569.

Faruque, O. and Siddiqua, A., (2018) Challenges and Opportunities of Grocery Business: A Study on Rangpur City Corporation in Bangladesh, Global Disclosure of Economics and Business, Volume 7, No 2/2018, ISSN 2305-9168(print); 2307-9592(online)

Genilo, J. W. and Sharif, M. R., (2016). Tobacco industry governance and responsibility discourses in Bangladesh, South East Asia Journal of Public Health, 5. 13. 10.3329/seajph.v5i2.28308.

Jude, W. R., G. and Sharif, M. R., (2015), Tobacco industry governance and responsibility discourses in Bangladesh, South East Asia Journal of Public Health, ISSN: 2220-9476, ISSN: 2313-531X (Online)

Monir, M., Sarkar, S. K., Sultana, P., (2019), Multilevel analysis to predict both Tobacco smoking and smokeless tobacco product use in Bangladesh, 7th Int. Conf. on Data Science & SDGs, December 18-19, 2019, pp 697-703

NBR (2019), The Revenue and Employment Ountcome of Biri taxation in Bangladesh, People's Republic of Bangladesh, 2019

Rahman, M. M., Rahman, M. M. and Faruque, O., (2010) Problems and Prospects of Hosiery Industries of Pabna Distict, Banglavision (An International Research Journal), ISSN: 2079-567X Vol. 1 No. 1 June 2010

Rahman, M. M., Faruque, O. and Rahman, M. S., (2010) Business Ethics, Society and Environment in Perspective of Bangladesh, Worldvision (An International Research Journal), ISSN: 2078-8460 Vol. 2 No. 1 July 2010

Talukder, A. Haq, I., Ali, M., and Drope, J., (2020), Factors Associated with ultivation of Tobacco in Bangladesh: A Multilevel Modelling Approac, Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17

--0--

Online Archive

https://i-proclaim.my/journals/index.php/ajhal/issue/archive